Registered
No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

## জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৪শে চৈত্র বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 7th April. 1954 | ৪৫শ সংখ্যা

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চল্‌তি বীমা.....৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি.....২২,৫৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল.....১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয় ..... ৩,৯৪,২১,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২) ..... ৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড আফস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৬০ সাল

## সংবাদপত্রের আওয়াজ বন্ধ

—•—

সরকার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার ব্যবস্থা বেশ পাকা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ আইনের মেয়াদ আরও দুই বৎসর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর উহাকে চিরস্থায়ী করা চলিবে।

লক্ষ্মীমন্ত সংবাদপত্রগুলি সরকারের বিরুদ্ধ সমালোচনার দিকে বড় একটা যায় না। তাহারা সরকারের মোটা মোটা বিজ্ঞাপন পাইয়া প্রায়ই ধরি মাছ না ছুই পানি অবস্থায় কায়দা করিয়া চলে। যারা সরকারের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে তাদের আর্থিক দশাটাও তেমন সুবিধার নয়। তাহারাই মাঝে মাঝে সরকারের বা সরকারী মাতব্বরদের সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনা করে। ইহাদের বিরুদ্ধেই আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। অনেক আপত্তি করায় পরও আইন আটকান যায় নাই।

যেভাবে বর্ত্তমান সরকার মানহানি আইনের সংশোধন করিয়াছেন, তাহা ইংরেজ আমলেও কল্পনাতীত ছিল। ইংরেজদের মতলব ছিল অবাধ শোষণকার্য্য, তবুও যেন তাহাদের চক্ষুলজ্জা ছিল, দেশীয় শাসকদের সেটুকুও নাই। কাজেই দেশে স্বাধীন সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রজাতন্ত্রের সমাধি রচনাও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

আজ কোন মন্ত্রী অন্যায় করিলে, চারিত্রিক দুর্ব্বলতা দেখাইলে বা স্বজনপোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলা চলিবে না। ব্যক্তি হিসাবে তিনি যাহাই হউন মন্ত্রী হিসাবে তিনি সাধারণ মানুষের ঢের উর্দ্ধে। তিনি দেব-পদবাচ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিম্নতম সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যেও যদি কেহ ঘুষ লয় বলা চলিবে না। চুরি করিতে দেখিলেও চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। যদি কাগজে কিছু লেখা হয়, সে কাগজের সম্পাদকের বিরুদ্ধে, মানহানির মামলা করা হইবে। সম্পাদকের বিরুদ্ধে ঘুষখোর বা চোর কর্ম্মচারীর মামলা করিতে কিছুই ব্যয় হইবে না। সরকারী অর্থে অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থেই সেই মামলা চলিবে। মোটা মোটা বেতনের সরকারী উকীল ব্যারিষ্টারেরা কর্ম্মচারীর স্বপক্ষে সওয়াল জবাব করিবে। সকল মামলা খরচই সরকার হইতে সাধারণের অর্থ ব্যয়ে চালান হইবে। একখানা কাগজের সম্পাদকের বিরুদ্ধে এমনি একটি মামলা খাড়া করিতে পারিলেই, সে কাগজের দফা ঠাণ্ডা। মামলা নিম্ন আদালত, হাই কোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট অবধি গড়াইলে দু-চারি বৎসর কাটিয়া যাইবে। এক কলম লেখার ঠেলা সম্পাদকের জীবনভোর সামলাইতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে—ভারত-বিধাতৃগণ গণতন্ত্রের দফা ঠাণ্ডা করিবার অমোঘ অস্ত্র আপাততঃ দুই বৎসর তারপর কে জানে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর কিনা সংবাদপত্রের মাথার উপর খাড়া করিয়া রাখিলেন।

সুতরাং চক্ষে অনাচার কদাচার দেখিয়াও "কাজ কি মোদের কথাতে, দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে" এই সর্ব্ববিপদনাশক পন্থা অবলম্বন ছাড়া সংবাদপত্রের অস্তিত্ব রাখার উপায় নাই। সরকারী অন্যায় ব্যাপারের সম্বন্ধে টুঁ করিবার উপায় থাকিল না। "বঙ্গবাসীর" স্বনামধন্য পঞ্চানন্দের মত বলিতে হইবে—

সরকারী সব "ট্যাংরা পুঁটি
এক একটি বাটখারা—
ওদের কথা বলবো না ভাই
ওরা মোদের হাতছাড়া।

## বেল পাকিলে কাকের কি!

—•—

মুসলীম লীগ পূর্ব্ব পাকিস্থানে নির্ব্বাচনে মাত্র ৯টি আসন পাইয়া বিষম হার হারিয়াছে। কতিপয় মন্ত্রী সদস্য যুক্ত ফ্রন্টে যোগদান করায় বর্ত্তমানে যুক্ত ফ্রন্ট দলের সদস্য সংখ্যা ২২২ হইয়াছে। ২রা এপ্রিল অপরাহ্নে যুক্ত ফ্রন্ট পার্লামেণ্টারী পার্টির প্রথম সভায় জনাব এ. কে. ফজলুল হক সর্ব্বসম্মতিক্রমে পার্টির নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১১ বৎসর পূর্ব্বে জনাব ফজলুল হক অবিভক্ত বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আজ তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সে রাজনীতিবিদ্ হক সাহেব যুবজনোচিত উদ্যমে নূতন দল গঠন করিয়া গদীতে অধিষ্ঠিত মুসলীম লীগ দলের ক্ষমতাদৃপ্ত জাঁদরেল জাঁদরেল নেতাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের সমস্ত অহংকার চূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন কলিকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে হিন্দু-নিধন-ব্রতী জনাব সুরাবর্দ্দী সাহেব। ইনি ইঁহার দলবলসহ জনাব ফজলুল হক সাহেবের দলের সঙ্গে যোগ দেন। দলের নামকরণ করা হয় যুক্ত ফ্রন্ট দল।

দুই জন নেতাই অবিভক্ত বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মুসলীম লীগ দল বাঙালী মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে নিজেদের কবর খুঁড়িয়া রাখিয়াছিলেন। বাঙলা ভাষার উপর যে সুবিচার করিয়া পাঞ্জাবী ও বিহারী মুসলমানদের মুখরক্ষার জন্য লীগের বাঙালী মুসলমানগণও ছাত্রগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া নিজেদের পরাজয় আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ছাত্র এবং মেয়েরা নির্ব্বাচনে খুব উৎসাহ দেখাইয়াছেন। মেয়েরা হাঁটিয়া গিয়া দলে দলে মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া আসিয়াছেন। সাধারণ লোকেরা মুসলীম লীগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যদানে অস্বীকার করিয়াছে। কোন কোন স্ত্রীলোক যুক্ত ফ্রন্টকে ভোট দিবার সময় ব্যালট পেপারের সহিত চিঠি গাঁথিয়া দিয়াছে—তাহাতে লেখা আছে—তোমরা যদি লীগের মত কাজ কর তোমাদেরও তাড়াব।

যদি পশ্চিম বঙ্গ এমনি মনোভাব নিয়ে খামখেয়ালী স্বার্থান্বেষী অত্যাচারীদের তাড়াইতে পারে তবেই এই নির্ব্বাচন হইতে শিক্ষা করা সার্থক হইবে। ইহারই নাম **বিনা রক্তপাতে বিপ্লব**। পশ্চিম বঙ্গ যদি ইহার অনুকরণ করিতে না পারে, তবে 'বেল পাকিলে যেমন কাক কোনও ফল পায় না' পশ্চিমবঙ্গও তদ্রূপ কোন ফলই পাইবে না। দুঃখ চিরসাথী হইবে।

সাধক কবি স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গাহিয়াছেন—

হরি, তুমি দুঃখ দাও যে জনারে।
তার কেউ দেখেনা মুখ, ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ,
দুঃখের উপর দুখ, সুখ নাই ত্রিসংসারে॥

# নিলামের ইস্তাহার

## চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

### নিলামের দিন ১২ই এপ্রিল ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

১৯ স্বত্ব ডিঃ মহম্মদ ইউনুস বিশ্বাস দিং দেং মরিয়ম বিবি দাবি ৬১৩৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মির্জ্জাপুর ২·৩০ শতক নিষ্কর খং ১১৩৬

উপরের নম্বরটি ৩-৪-৫৪ তারিখে পাওয়া গিয়াছে।

---

## চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

### নিলামের দিন ১০ই মে ১৯৫৪

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

২৬ মনি ডিঃ মহঃ আবদুল হাসিব দিং দেং তারকব্রহ্ম গঙ্গোপাধ্যায় দাবি ৮৩।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নাইত ৮৩½ শতক নিষ্কর আঃ ৫০৲ খং ২৫৮

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৬১৮ খাং ডিঃ বিমলসিংহ কুঠারী দেং সেমলাদ আলী সেখ দিং দাবি ৮৩।০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তালাই ৩-৯০ শতকের কাত ১৬॥৵৬ আঃ ৩০৲ খং ২০২

৫১৬ খাং ডিঃ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় দিং দেঃ শান্তিলতা দাসী দিং দাবি ৮৭৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জয়রামপুর ৩-৬৩ শতকের কাত নিজাংশে ৩।০ আঃ ৩০৲ খং ১৮৭

৫২১ খাং ডিঃ ঐ দেঃ পাঁচু ঘোষ দিং দাবি ৬৩৸৯ থানা ঐ মৌজে রামেশ্বরপুর ১-৫৬ শতকের কাত নিজাংশে ২॥০ আঃ ৩৫৲ খং ২১৩

৫২২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭১৵৯ মৌজাদি ঐ ১-৮৫ শতকের কাত নিজাংশে ২৸৯ আঃ ৩০৲ খং ২৬৯, ২৭০, ২৭১

৫২৩ খাং ডিঃ ঐ দেং কালাচাঁদ ঘোষ দিং দাবি ৩৪।৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেকেন্দরা ৩৩ শতকের কাত নিজাংশে ।/২ আঃ ২৫৲ খং ৬৪৯

৩৬৬ খাং ডিঃ সমরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং নবগোপাল সাহা দিং দাবি ৭৭॥৵০ থানা স্থতি মৌজে রাতুরি ১-৫৫ শতকের কাত ১০৵১১॥ আঃ ২৫৲ খং ১০৯

৩৬৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৬৪৵৬ মৌজাদি ঐ ৯৩ শতকের কাত ৭॥/০ আঃ ১৫৲ খং ১১০

১০০ মনি ডিঃ কর্পূরচাঁদ সেরাওগী দেং বিভূতি সাহা দাবি ২৯॥৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মির্জ্জাপুর ১১ শতকের কাত ৩ /৬ আঃ ২৫৲ খং ৩৯৬, ৭২৫, ৭৪৫

৪৮ অন্য ডিঃ ধনঞ্জয় মণ্ডল দেং সরলাবালা দাসী দাবি ৩৪৸০ থানা সুতী মৌজে গোঠা ১০ শতকের কাত ১৫৸০ আনার অন্তর্গত আঃ ২০৲ খং ৯৫

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৫ খাং ডিঃ ষষ্ঠীপদ দত্ত দিং দেং শৈলবালা রায় দাবি ২০৯।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সোনাটিকরী ১৪-৯৭ শতকের কাত ৪৫৲ আঃ ১৫৲ খং ৭

৩৮ খাং ডিঃ অমানো বর্ম্মণ্যা দেং করমতুল্লা মোল্লা দিং দাবি ২৯৸১০ পাই থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নশীপুর ১-৯০ শতকের কাত ৪॥৵৮ পাই আঃ ১০৲ খং ১২৩

৩৯ খাং ডিঃ ঐ দেং জিয়ত বেওয়া দাবি ১৮॥৵৯ মৌজাদি ঐ ৯ শতকের কাত ১৸৬ আঃ ৫৲ খং ২০৭

৪০ খাং ডিঃ ঐ দেং পাতান সেখ নাঃ পক্ষে অলি পিসি ও শাশুড়ী জায়েদা বিবি দাবি ২৯৸৯ মৌজাদি ঐ ১-৫৩ শতকের কাত ৬।৵৬ আঃ ১০৲ খং ৫৭, ১৯

৭৯ খাং ডিঃ অর্দ্ধেন্দুশেখর নাথ দিং দেং ধীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় দিং দাবি ৬৯৲৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাঘা ২-৪১ শতকের কাত ১৩।৵০ আঃ ১০৲ খং ১৯৭

৮০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৭৵৬ মৌজাদি ঐ ১-৪৫ শতকের কাত ৮৵১২ আঃ ১০৲ খং ১১৬

৮৪ খাং ডিঃ জিল্লার রহমান মিঞা দেং শ্যামাচরণ দাস দিং দাবি ২৩।/৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে হরিপুর ২১ শতকের কাত ২॥০ আঃ ১০৲ অধীনস্থ খং ৫৫

৮৫ খাং ডিঃ ঐ দেং আবুল হোসেন নাঃ দিং পক্ষে অলি পিতা ও স্বয়ং নেশ মহম্মদ সেখ দাবি ৪৩৸৩ মৌজাদি ঐ ১-৪৭ শতকের কাত ৬৲৫ আঃ ২০৲ খং ১৫

৮৬ খাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং নবগোপাল ধর দিং দাবি ৩২।৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ১৬ শতকের কাত ৩৸০ আঃ ২৫৲ খং ১৮৮

৮৯ খাং ডিঃ ঐ দেং অর্দ্ধেন্দুশেখর নাথ দিং দাবি ২৭॥০ মৌজাদি ঐ ২-৫২ শতকের কাত ৮॥২ আঃ ২০৲ খং ১৩৯৪

৯০ খাং ডিঃ ঐ দেং শম্ভুনাথ ঘোষ দিং দাবি ২১।/৩ মৌজাদি ঐ ৪ শতকের কাত ৩৸৬ আঃ ১৫৲ খং ১৪৩

৯৩ খাং ডিঃ ঐ দেং গুরুব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য দিং দাবি ৩২॥৵৩ মৌজাদি ঐ ১২ শতকের কাত ৮॥০ আঃ ২০৲ খং ৩২৮

৯৭ খাং ডিঃ ঐ দেং অর্দ্ধেন্দুশেখর নাথ দিং দাবি ২৮।৵০ মৌজাদি ঐ ৪৭ শতকের কাত ৬৲ আঃ ১২৲ খং ১৪৭৬ ও ৮২৪

৯৮ খাং ডিঃ ঐ দেং জালিশা বিবি দিং দাবি ১৭।৵৯ মৌজাদি ঐ ৪৮ শতকের কাত ৩।০ আঃ ১০৲ খং ২৫১

৯১ খাং ডিঃ ঐ দেং বিষ্ণুচরণ রায় দাবি ৭২।৵৮ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মারকোল ১৩-৭৭ শতকের কাত ২০॥৯ আঃ ৬০৲ খং ৫০

৯২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঊষামণি দাসী দিং দাবি ৫৯৸৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে আকবরপুর ৭-২২ শতকের কাত ৩৯॥/৬ আঃ ৫০৲ খং ৭৮

৯৪ খাং ডিঃ ঐ দেং মনিরুদ্দিন আহাম্মদ দিং দাবি ১৯॥৵৩ থানা ঐ মৌজে ছোটকালিয়াই ২-৭৯ শতকের কাত ৫॥১০ আঃ ১২৲ খং ৫৮৭

৯৫ খাং ডিঃ ঐ দেং মনিরুদ্দিন সেখ দাবি ২৭৵৬ মৌজাদি ঐ ১-২৫ শতকের কাত ৯।৪ আঃ ২০৲ খং ১৮২

৯৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৩।/৯ মৌজাদি ঐ ২ ৪৲ শতকের কাত ৭॥০ আঃ ১৫৲ খং ১৯৭

৯৯ খাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং চিন্ময়ী দেবী দিং দাবি ১৫৫৸৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পাঁচনপাড়া ৬-২৫ শতকের কাত ৩২৲ আঃ ১০০৲ খং ২৮৮

১০৫ খাং ডিঃ রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় দিং দেং বিষ্ণুপদ রায় দাবি ৫২৸৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ

মৌজে পিরোজপুর .২-৮১ শতকের কাত ৮৶৩ আঃ ৫০৲ খং ৫১৫ অধীনস্থ খং ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮

৪৭ খাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং প্রাণনাথ ঘোষ দিং দাবি ৩৩৶৯ থানা সুতি মৌজে আহিরণ ১০-৪৪ শতকের কাত ২৭।৫ আঃ ২০৲ খং ২৪৬

৪৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৬/৯ মৌজাদি ঐ ১১-৮১ শতকের কাত ৩১।৶৬ আঃ ২০৲ খং ২৪৪

৫০ খাং ডিঃ ঐ দেং কাদু ঘোষাণী দাবি ১২৸৶৬ মৌজাদি ঐ ১৪ শতকের কাত ২।০ আঃ ৫৲ খং ২১৮

৪৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ভীম মণ্ডল দাবি ২১৲৯ থানা সুতী মৌজে বসন্তপুর ৪-৯৮ শতকের কাত ১৩৸৬ আঃ ১০৲ খং ১৯৯

৮৭ খাং ডিঃ সেঃ ও স্বয়ং মণিমোহন চৌধুরী দেং ননীগোপাল দাস দিং দাবি ১৩।৬ থানা সুতী মৌজে বাগডাঙ্গা ৬৫ শতকের ॥১৫ আঃ ৫৲ খং ৯৪ রায়ত স্থিতিবান।

৮৮ খাং ডিঃ ঐ দেং উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দাবি ১২৸৶৯ মৌজাদি ঐ ৩৫ শতকের কাত ॥/১৫ আঃ ৫৲ খং ১৭ রায়ত স্থিতিবান।

---

## চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

### নিলামের দিন ১৭ই মে ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

১২১ খাং ডিঃ নশীপুর রাজ ওয়ার্ডস দেং বিরজাক্ষ মুখোপাধ্যায় দিং দাবি ৩১৸৶৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে বাড়ালা ৪-৮৮ শতকের সেসেস ॥/৬ আঃ ২৫৲ খঃ ৮

৩১৭ খাং ডিঃ ঐ দেং নেপালচন্দ্র দাস দাবি ১৩৩।৯ থানা ঐ মৌজে ইটোর ১০-২৬ শতকের সেসেস ৫।৶০ আঃ ১২৫৲ খং ১৯

৩২ মনি ডিঃ সরোজমোহন মজুমদার দেং সুধাংশু ভূষণ মজুমদার দাবি ৩৭।৶৩ পাই থানা সুতী মৌজে জগতাই ৬৮ শতকের কাত ৬৲ মধ্যে দেন্দারের ½ অংশ তদুপরিস্থিত বসত গৃহাদি সমেত আঃ ২৫৲ খং ৩৯৭ ও অধীনস্থ ৩৯৮ ২নং লাট থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ছোট কালিয়াই ১-৪৫ শতকের কাত ৪৲ তন্মধ্যে দেন্দারের ½ অংশ আঃ ২০৲ খং ৭৪ অধীনস্থ খং ৭৫, ৭৬

৩৬ মনি ডিঃ ইউনুস সেখ দেং শ্যামাপদ গোস্বামী দিং দাবি ৪৭৸৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে কাঁচিয়া বিষ্ণুডাঙ্গা ২-৬৭ শতকের কাত আঃ ২০০৲ খং ২৭০

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

২৯ খাং ডিঃ মাতয়ালি জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং মকবুল সেখ দিং দাবি ১০৪৸৶২ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে লালপুর ১৪৸৲১১ ধুলের কাত ১৩৸৶৫ আঃ ৬০৲

৪১ খাং ডিঃ মহম্মদ আলি বিশ্বাস দেং গাজদ্দি মণ্ডল দাবি ১৭॥/৩ থানা ফরাক্কা মৌজে জায়গীর বাজাপ্তি ৬৯ শতকের কাত ২৲ আঃ ১০৲ খং ২১

৬৬ খাং ডিঃ বিজনকুমার পাঁড়ে দিং দেং গফুর সেখ দিং দাবি ২৮॥৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অম্বিত-নগর ১-১৭ শতকের কাত ৩৲ আঃ ১০৲ খং ৩৩

---

## চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

### *নিলামের দিন ১৪ই জুন ১৯৫৪*

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৫২৪ খাং ডিঃ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় দিং দেং কালাচাঁদ ঘোষ দিং দাবি ৪৬॥০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেকেন্দরা ১-১৮ শতকের কাত নিজাংশে ১/১১ আঃ ১৫৲ খং ৬৫২

৫২৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৬৲৩ মৌজাদি ঐ ৬০ শতকের কাত নিজাংশে ॥/১ আঃ ৬০৲ খং ৬৫৩

৫২৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৭।৶৩ মৌজাদি ঐ ১-২৪ শতকের কাত নিজাংশে ১।৶৬ আঃ ১৫৲ খং ৬৫৪

৫২৭ খাং ডিঃ ঐ দেং আমির সেখ দিং দাবি ২৮৸৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মুকুন্দপুর ৩৩ শতকের কাত নিজাংশে ।/২ আঃ ১০৲ খং ৭

৫২৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৮৲৯ মৌজাদি ঐ ১-১৮ শতকের কাত নিজাংশে ১৲১১ আঃ ১৫৲ খং ৯

৫২৯ খাং ডিঃ ঐ দেং মহীন্দ্র লালা দিং দাবি ৪৬।০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামেশ্বরপুর ৩৭ শতকের কাত নিজাংশে ॥/১১ আঃ ২০৲ খং ১১০, ১১১

৫৩০ খাং ডিঃ ঐ দেং রফিক সেখ দিং দাবি ৩৭/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামদেবপুর ৩১ শতকের কাত নিজাংশে ।/২ আঃ ২০৲ খং ৩৫১

৫৩৫ খাং ডিঃ ঐ দেং গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিং দাবি ৮৭॥৶০ থানা ঐ মৌজে মিঠিপুর ১-০৫ শতকের কাত নিজাংশে ২॥৶১০ আঃ ৩০৲ খং ৩৯২

৫৪৬ খাং ডিঃ ঐ দেং কাবাতুল্যা সেখ দিং দাবি ৩৭॥৯ থানা ঐ মৌজে রামেশ্বরপুর দুখবিশরা ৬৩ শতকের কাত নিজাংশে ২।৫ আঃ ২৫৲ খং ৪০, ৪১, ৪২

৫৯৩ খাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং মৃত্যুঞ্জয় দাস দিং দাবি ৩০৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিয়ারাপুর ২৮ শতকের কাত ৮৶২ পাই ডিক্রিদার-গণের নিজাংশে ৶১০৮— ক্রান্তি আঃ ২০৲ খং ১৬৪ রায়ত স্থিতিবান।

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

১১৬ খাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং অমিয়মোহন রায় দিং দাবি ৯৩॥০ থানা সুতী মৌজে শ্যামপুর ৫-৮১ শতকের কাত ৮৶৩ আঃ ৯০৲ খং ২৩৮

---

## *পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক দলিল*

বহরমপুর হইতে কলিকাতায় আনীত

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের হেপাজতে যে সব ঐতিহাসিক দলিল ছিল এবং যেগুলি ১৯৪২ সালে বিমানহানার হাত হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বহরমপুরে ( পশ্চিমবঙ্গ ) অপসারিত হইয়াছিল সেগুলিকে গবেষণা এবং উল্লেখ ও নির্দ্দেশের সুবিধার্থ পুনরায় কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংস-এ আনিয়া রাখা হইয়াছে। বহরমপুর অফিসটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

---

## স্বল্প সঞ্চয়

গত জানুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মোট ৩৫,৯৬,৪২৬ টাকার ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছে।

---

তার ঘরে এসে ঢোকে নানা ব্যাধি,
আগে মরে তার পুত্র পৌত্র আদি,
জামাতা, দুহিতা, দৌহিত্র থাকে যদি,
তার পোষ্যপুত্র নিলেও মরে!
তার ক্ষেত্রে হয় না শস্য, বৃক্ষে হয় না ফল,
দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধহীন সকল,
তার সরোবর হয় শূন্য, শুকায়ে যায় জল,
জল বিনা সব মৎস্য মরে॥
জলে বাস করিলে জলে জ্বলে আগুন,
পোড়ে কোঠাবাড়ী, ছোটে টালি চুণ,
(হরি) তুমি যখন যার কপালে লাগাও আগুন,
তার লোহার কড়িতে ঘুণ ধরে॥
বাণিজ্য করিতে যায় যদি দূরদেশে,
খাঁটি সোনা রূপা কিনে মেজে ঘষে,
কপালক্রমে হয় তামা দস্তা সীসে,
হীরের দরে কিনে ফিরে।
পূর্ব্ব ধন যদি গাড়া থাকে ঘরে,
অদৃষ্টের দোষে যায় স্থানান্তরে,
যদি কিছু থাকে তাও লয় চোরে,
তার দলিলপত্র যায় উড়ে॥
কোথা থেকে পাপ ঋণ এসে জুটে,
দেনার দায়ে বিকায় জায়গা জমি ভিটে,
নীলকণ্ঠ কয় সে বেড়ায় ছুটে ছুটে,
খেটে লুটেও পেট না ভরে॥

## গাছে না উঠতেই এক কাঁদী

এক কানা আর এক খোঁড়া কলা চুরি করতে গিয়ে, কানা কলা গাছে মই লাগিয়ে দিয়ে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। খোঁড়া মই দিয়ে উঠতে উঠতেই মই সরে গিয়ে ধপ্ করে পড়ে গেছে, কানা কলার কাঁদী পড়লো মনে ক'রে খোঁড়াকে বাহবা দিয়ে বলে উঠলো—"বাঃ রে ভাই গাছে না উঠতেই এক কাঁদী।"

গত ৩রা এপ্রিল পূর্ব্ব পাকীস্থানে জনাব ফজলুল হক আর তিন জন মন্ত্রীসহ শপথ নিতে না নিতেই ছাত্রের দল ধর্ম্মঘট ক'রে জনাব ফজলুল হকের এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে মন্ত্রী তালিকায় ভুক্ত করা হ'য়েছে ব'লে নূতন প্রধান মন্ত্রীর সামনেই বিক্ষোভ প্রদর্শন সুরু করে। কাজেই গাছে না উঠতেই এক কাঁদী।

## আ মরি বাংলা ভাষা

গত শনিবার পাকীস্থানে জনাব এ. কে. ফজলুল হক ও তাঁহার অপর তিন জন সহকারী শপথ গ্রহণ-কালে প্রত্যেকেই বাংলা ভাষায় স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন।

## প্রাপ্ত

সুচরিতেষু

সবিনয় নিবেদন—

মহাশয়, মহকুমার আদি পত্রিকা "জঙ্গিপুর সংবাদে" গত শিক্ষক আন্দোলনের অনুকূলে সময়োচিত সংবাদাদি প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তজ্জন্য শিক্ষকগণের পক্ষে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এবং অনুরোধ করি নিম্নলিখিত কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক সংবাদটি আপনার সুপরিচিত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া আমাদগকে বাধিত করিবেন।

"গত শিক্ষক আন্দোলনে জঙ্গিপুর মহকুমার যে সকল বিদ্যোৎসাহী এবং ছাত্রগণের অভিভাবক সহানুভূতি প্রদর্শন এবং সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে মহকুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের পক্ষে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।" ইতি—

নিবেদক—শ্রীমদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
সভাপতি, শিক্ষক সমিতি, জঙ্গিপুর মহকুমা।

## পত্র প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত..... .....

অগ্রজ প্রতিমেষু—

আপনার প্রেরিত পত্র দুইখানি সশ্রদ্ধ ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়া নিবেদন করিতেছি—আপনার কথিত গৃহকর্ত্তা যে ব্যথা পাইয়াছেন, আমরা তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। তাঁহার নিঃশ্বাস নিষ্ফল হইবে না। তবুও তাঁহাকে অনুরোধ করি—তরলমতি বলিয়া যেন তাহাদের ক্ষমা করেন। "বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ" এই ভাবিয়া তাঁহার নাম প্রকাশে বিরত থাকিলাম। প্রণাম গ্রহণ করুন। ভবদীয় স্নেহধন্য

জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদক।

## নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, থানা সুতীর অধীন ৭নং নুরপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত বাগডাঙ্গা খোঁয়াড় ১৩৬১ সালের বন্দোবস্তের জন্য আগামী ২৮শে চৈত্র (১৩৬০) বেলা ২॥০ ঘটিকার সময় দিন ধার্য্য হইয়াছে।

উক্ত দিনে উক্ত সময়ে অত্র নুরপুর ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে উক্ত খোঁয়াড় বিক্রয় করা হইবে। যে ব্যক্তির সর্ব্বোচ্চ ডাক হইবে তাহারই ডাক মঞ্জুর করা হইবে এবং ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই অর্দ্ধেক টাকা জমা দিতে হইবে।

শ্রীগোপেশচন্দ্র রায়, প্রেসিডেণ্ট নুরপুর ইউঃ বোর্ড।

২।৪।৫৪


## অপেরীণ

ডাক্তার বি. এন. রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে!
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কল্‌কাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

সি. কে. সেনের আর একটি

## অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

## ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২



## দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ কুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়



আমেরিকায় আবিষ্কৃত

## ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

## মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪



বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

## চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।



রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।